364
VOL. 1

NATIONAL ARCHIVES

364
SARKĀR (Nalinīrañjan) *comp.*
Bandanā.
Kalikātā: N. Sarakāra, 1315 [1908].
2 vols. 17 cm.
Collection of nationalistic poems by various hands, including Rabindranāth Tagore, Bankimcandra Caṭṭopādhyāy, Satyendranāth Datta and Manomohan Basu.
PP Ben B 3/1-2; PIB 199A

PP Ben B 3

প্রথম খণ্ড

বন্দনা

পাঁচ আনা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কুন্তলীন প্রেস,
৬১, ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক—
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
৩৩।৩ নং বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা।
সন ১৩১৫ সাল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভূমিকা।

জাতীয়জীবনে জাতীয়সঙ্গীতের উপযোগিতা সর্ব্ববাদী সম্মত। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, যখনই জাতীয়জীবনে কোন নূতন ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে তখনই সেই ভাব সর্ব্ব প্রথম উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্গীতের শক্তিতে সমাজে, ধর্ম্মে, জাতীয় জীবনে, নানাবিধ পরিবর্ত্তনের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই আমাদের দেশেই ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত মিলিবে। বহু দিন পূর্ব্বে যখন বাংলায় হিন্দু মেলা আরম্ভ হয় তখন কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর কংগ্রেস্‌কে উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী কামিনী রায় প্রভৃতি বহু কবি উপাদেয় জাতীয় সঙ্গীতের রচনা করিয়াছেন। বহু দিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারকগণ যেমন বাংলার পথে পথে গীতের সঙ্গে ভক্তি বিলাইয়াছেন এখন তেমনি স্বদেশ সেবকদল সকল অত্যাচার অবহেলা করিয়া পথে পথে সঙ্গীতের সঙ্গে স্বদেশবাৎসল্য বিলাইতে-ছেন। এই সকল সঙ্গীতে যে আমাদের স্বদেশী সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যাহারা মফস্বলে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে স্বদেশীর প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবেনা যে রবীন্দ্রনাথ, কাব্য বিশারদ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, কামিনী কুমার, দ্বিজেন্দ্র লাল, মুকুন্দ দাস প্রভৃতির যে সকল সঙ্গীতে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীপথ, নদীবক্ষ, সভাস্থল এবং প্রান্তর মুখরিত সেই সকল সঙ্গীতে স্বদেশীর প্রবাহ প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। যখন বাংলার নূতন ইতিহাস লিখিত হইবে তখন ঐ ঐতিহাসিক সে কথা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বুঝাইবেন। বর্ত্তমানে আমরা কেবল সে সকলের সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের উপাদান সকলন করিতেছি মাত্র। ইতি পূর্ব্বে একাধিক জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোন খানিতেই পূর্ব্ব মদের অধিক গান স্থান পায় নাই। কাব্য বিশারদের স্বদেশ সঙ্গীত তাহার "স্বদেশ সঙ্গীতেই" প্রাপ্তব্য। দ্বিজেন্দ্র বাবুর গীত সকল তৎপ্রণীত নাটক সকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংগ্রহে আমরা সে সকল একত্র প্রকাশিত করিলাম। দেশবাৎসল্য-উদ্দীপক উল্লেখ যোগ্য কবিতাগুলিও পুস্তকের অঙ্গীভূত করিয়া সংগ্রহের গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছি।

এই সংগ্রহকার্য্যে আমরা শ্রমে কুণ্ঠিত হই নাই। আশা করি এই সংগ্রহ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রীতিপ্রদ হইবে। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার মূল্য যথা সম্ভব অল্প ধার্য্য করা হইল।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই সংগ্রহ প্রকাশে আমরা সঙ্গীত রচয়িতাদের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদিগের ও পূর্ব্বসংগ্রহকারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহাই শুভ অবসর। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সহায়তা এই সংগ্রহকে আরও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারিবে।

৫ই আশ্বিন,
সন ১৩১৫ সাল।

প্রকাশক।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সূচী।

গান	পৃষ্ঠা
অগ্নিময়ী মাগো! আজি	৪৪
অতীত-গৌরব-বাহিনি	১২
অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!	১১
অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার	১০৩
আগে চল্ আগে চল্ ভাই,	১৪
আজি নূতন প্রাণে নূতন টানে	৪২
আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে	৭৫
আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে	৭২
আমার সোনার বাংলা	৫
আমরা নেহাৎ গরীব	২২
আমরা রাজরাণীর ছেলে	২৭
আপনি অবশ হলি	৪১
আমার বঙ্গের ফুল শোভায়	৪৬
আমরা ইরান দেশের কাজি	৬০
আমরা বিলাত ফের্তা ক'ভাই	৬৮
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	৭০
আমার স্বদেশবাসী যতই দোষী	৭১
আমরা পথে পথে যাব	৮১
আমরা কি এতই ছোট	৯১
আমরা গাব সদা বন্দেমাতরম্	৯৭
আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে	৪৭
আয়নারে ভাই আপনি হাঁটি	৮৯
উঠ গো ভারত লক্ষ্মি!	১৫
"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাস ভারতি	১৯

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান	পৃষ্ঠা
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ...	১৩
এখন আর দেরী নয় ধরগো ...	১৫
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি ...	৭১
এবার তোর মরা গাঙে বান ...	৪০
এমনি করে সবাই মিলে ...	৮১
এসে কি কমলা এসেছি আবার ...	৬১
ও আমার দেশের মাটি ...	৬৫
ওগো তারা জননী	৩২
ওঠরে ওঠরে ওঠরে তোরা	২১
কঠোর কর্তব্য ভাই	৭৮
কেন মা ভিখিরে কমলা	৭
কেন চেয়ে আছ গো মা	২০
কে বলে মা বঙ্গে তোমার	১৯
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	৩৬
কোন্ দেশেতে তরুলতা	৫৭
কেন মুখ মলিন দেখে	৬৩
চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান	২৩
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই	৮২
চির শোভাময়ী স্নেহময়ী	৮৪
ছন্দে ছন্দে সব আনন্দে ...	৮৫
ছিছি চোখের জলে আর ...	১৫
ছিন্ন আজ হলো বঙ্গ ...	৬৪
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন ...	৯
জয় জয় জনপালিনী ...	৮০
জাগো জাগো জাগো ভারত সন্তান ...	৩১
জাগ রে ভাই সবে ঘুমিয়ে কেনরে ...	১০
ডাকিছে জননী দাঁড়ায়ে শিয়রে ...	৮

গান			পৃষ্ঠা
তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী	...	...	৪৩
তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	...	...	২৮
তুই যে রে আজ সেই বাঙ্গালী	...	...	৪৩
তুই মা মোদের জগত আলো	...	...	৫৬
তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন	...	...	৬৩
তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ	...	...	৫২
তুমি কেন দীনা দুঃখিনী	...	...	৮৬
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	...	...	৮৮
তোরা পাপ করে হস্ মরা	...	...	১৪
দিনের দিন সবে দীন	...	...	১১
দেশী কাপড়া বাবু দেশী	...	...	৬৬
ধাও ধাও বাণিজ্যক্ষেত্রে	...	...	৭৩
নব বৎসরে করিলাম পণ	...	...	৬৪
নবীনএ অনুরাগ রাখ	...	...	৫০
নমোনমঃ জননী	...	...	৩০
নিয়েছ যে ব্রত পালনে বিরত	...	...	২৫
নিশিদিন ভরসা রাখিস্	...	...	৫৮
পাঁচশ বছর এমনি করে	...	...	৯৩
বন্দে মাতরম	...	...	১
বঙ্গ আমার জননী আমার	...	...	২
বন্দে মাতরম্ মন্ত্রগ্রহণে	...	...	৮৭
বল ভাই বন্দে মাতরম্	...	...	১৮
ললিত হাস্য মা	...	...	৬৪
বন্দি তোমায় ভারত জননি	...	...	১৬
বাধা বিঘ্ন কত শত শত	...	...	৭১
বাংলার মাটি বাংলার জল	...	...	৮৩
বিদেশী আর কি দেখাও ভয়	...	...	৫১

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান	পৃষ্ঠা
বিধাতা আপনি এসে … … …	৪৯
বিদায়ের দিনে কি সাধে … … …	৪৭
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি … … …	৩৯
মনোযোগে মূরতি আঁকি … … …	১০
মন মন ভুবন গন্ধ বহন … … …	৪৫
মাগো মা তুমি আমার … … …	১৭
মা তুই পরের দ্বারে … … …	৬২
মা কি দিয়ে সাজাব তোরে … … …	৪৮
মিলে সব ভারত সন্তান … … …	৩
মেবার পাহাড় … … …	১১
যদি তোর ডাক শুনে কেউ … … …	১০
যদি তোর ভাবনা থাকে … … …	২৪
যদি এ দুঃখের নিশা … … …	৬১
সেই স্থানে আজ কর বিচরণ … … …	২৬
যে তোরে পাগল বলে … … …	৬৭
শাসন সংযত কণ্ঠ জননি … … …	৫৩
শুভ দিনে শুভক্ষণে গাহ আজি … … …	৫০
সবে গানের সনে মিশিয়ে দিও … … …	১২
স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু … … …	৭
সার্থক জনম আমার … … …	৮৪
সেই ত ছিল রাজা আসন … … …	৩৭
সেই ত রয়েছ মা তুমি … … …	২০
সেথা আমি কি গাহিব গান … … …	৪০
হতাশ হয়ো না প্রাণে … … …	৭৭
হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা … … …	১০১
হে ভারত আজি তোমারি সভায় … … …	৫৪

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দনা।

তিলককামোদ—ঝাঁপতাল।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটী-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে, কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং, রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং, সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রাগিণী মিশ্র।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ!"।

কোরাস্ { কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার;
অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধিশেষ,
তুই ত না মা গো তাদের জননী, তুই ত না মা গো তাদের দেশ!

কোরাস্ { কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ!"

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ!

কোরাস { কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ!"

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল শিরোমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কোরাস্ { কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ।"

যদিও মা! তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজ
আঁধার ঘোর,

কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার
ললাটে তোর।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা
নহি ত মেষ!

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
"আমার দেশ!"

কোরাস্ { কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ!"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, এক তান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান!
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দনা :

হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় ?
গাও ভারতের জয় !
রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় ?
গাও ভারতের জয় !
বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ
হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় ?
গাও ভারতের জয় !
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির ?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি !
হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় ?
গাও ভারতের জয় !

ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,—
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু, দুষ্টের দমন।
হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!
কেন ডর, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়!
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়;
হো'ক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

—সত্যেন্দ্রনাথ।

বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায় হায় রে!)—
ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা! তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত!
(মরি হায় হায় রে!)—
মা! তোর বদনখানি মলিন হ'লে আমি নয়নজলে ভাসি।
তোমার এই খেলাঘরে, শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কি দীপ জ্বালিস ঘরে
(মরি হায় হায় রে!)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
(মরি হায় হায় রে!)—
ও মা! আমার যে ভাই তারা সবাই—
তোমার রাখাল, তোমার চাষী।
ও মা! তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো! তোর পায়ের ধূলো, সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ও মা গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে!
(মরি হায় হায় রে!)—
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বেহাগ—মিশ্র তেতালা।

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে, মন্দাকিনী চলে, অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দনকাননে কিবা শোভা ছায়, বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য যার সুধার আধার, স্বর্গ হ'তে সে যে মহাগরীয়ান্।
এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে, হয়েছে সৃজিত, পোষিত তাহাতে,
মাটি হ'য়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে, ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থি মজ্জা যত, ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত, ভাবী কালে তব ভবিষ্য সন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত, বক্ষেতে পাষাণ, লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত, পরিচয়ে তুমি তাঁহারি সন্তান !
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন, নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মার দুঃখবিমোচন, হবে তার মাতৃ-ঋণ-প্রতিদান।

—হরিদাস হালদার।

বাহার মিশ্র—ঠুংরী।

কেন মা তিমিরে কমলা ?
অয়ি নিখিল নয়নরূপিণী ভব-জলধি-জল-ভেলা।
অনন্ত-জগত-অনাদি-জননী, বেদ-বেদান্ত-ছন্দ-বিধায়িনী,
তব করুণা-বিন্দু অরুণ-ইন্দু তারকা-মালিকা উজলা।

বন্দনা ।

আয় মা বিজয়-জ্যোতি-বিভূষিতে ; সঞ্চার শকতি নিপীড়িত ভারতে ।
গভীর ওঙ্কারে, কাব্য-ঝঙ্কারে, আবার উঠুক নাচি' নদী তরলা ।
নীল-সাগর-জল-উন্নত-হিমাচল-সজল-জলদ-মেখলা ॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ।

পূরবী মিশ্র—একতালা ।

ডাকিছে জননী দাঁড়ায়ে শিয়রে, তবু কি রহিবে শয়নে ?
উঠ গো জাগিয়া মুছাতে মায়ের অশ্রু ছল ছল নয়নে ।
মায়ের কমল-আসন পড়েছে টলিয়ে, সাধের বীণাটী গিয়াছে ভাঙ্গিয়ে,
ঘন-কুন্তল-জাল পড়েছে এলায়ে, ছিন্ন অঞ্চল উড়ে পবনে ।
মায়ের মলিন বদনে উঠিছে ফুটিয়ে অতীতের শত কাহিনী,
নীরব তারায় বাজিছে বীণার অযুত করুণ রাগিণী,
কভু বা উঠিছে অস্ফুট ঝঙ্কার বিভোল অনিল-তাড়নে ।
যাঁর চরণোপান্তে বসিয়ে বাল্মীকি পুণ্যরামায়ণ করিত গান,
যাঁর প্রসাদে ব্যাস কালিদাস গাইত কাঁপায়ে ধরণী বিমান,
সে জননী আজি দীনা—শত-বিষাদ-মলিনা
ডাকিছে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে জাগাতে সুপ্ত সন্তানে ।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ।

হাম্বীর—একতালা।

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে!
থেকো না থেকো না ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে!
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি' ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপখানি যতনে আন গো জ্বালি',
ভরি' লয়ে দুই পাণি বহি' আন ফুলডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী রটাও ভুবন মাঝে!
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে!
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে!
আজি প্রফুল্ল কুসুমে নব সুগন্ধ ছুটিছে!
আজি উজ্জ্বল ভালে তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত তালে গাও গম্ভীর গাথা,
পর মালা কপালে নব পল্লব গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে সাজ সাজ নব সাজে!
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাউলের—সুর।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়;
তবে পরাণ খুলে
তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বল রে!
যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা!
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়;
তবে পথের কাঁটা
তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দল রে!
যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়োর দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভৈরবী।

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী;
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য!
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি!

—রবীন্দ্রনাথ।

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু-মুখে লীন!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কবিতা।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।

তাঁতি, কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না'ক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ?
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল টেনা ডোর কপীন ?

ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন !

—মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি,
প্রভাত-গগনে কোটী শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটী কণ্ঠে মা বলে' ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটী ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশ দিক সুখে হাসিবে।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে, সেদিন আসিবে

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রয়াণ।

আগে চল্, আগে চল, ভাই,
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে কি বা ফল, ভাই
আগে চল্, আগে চল, ভাই
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়, দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুঁথি ধ'রে সময় কোথা পাবি বল, ভাই ?
আগে চল্, আগে চল, ভাই !
অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা, আর নাহি তাহে প্রয়োজন !
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত, জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই !
আগে চল্, আগে চল্, ভাই !
দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়, রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ-স্বরে, কে রয়েছে ঘরে, কোণে ক'রে দলাদলি ?
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়, মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে, তারা বড় নয়, ছাড় ছাড় মিছে ছল, ভাই !
আগে চল, আগে চল, ভাই !

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও, নিয়ে যাও সাথে ক'রে ;
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও, মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন, ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন, মিছে নয়নের জল, ভাই !
আগে চল, আগে চল, ভাই !
চির দিন আছি, ভিখারীর মত, জগতের পথ-পাশে ;
যারা চলে' যায়, কৃপা-চক্ষে চায়, পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলি-শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে, মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে ওই আছে রসাতল, ভাই !
আগে চল, আগে চল, ভাই !

—রবীন্দ্রনাথ।

মিশ্র—কাওয়ালী।

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি ! উঠ আদি জগজ্জন-পূজ্যা !
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন-ধান্যে।
জননী গো ! লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো !
কাণ্ডারী নাহিক কমলা দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোমার অভয়-পাদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে
জননী গো! লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপপুঞ্জে,
পুন মিলন কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো! লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন।

মিশ্র খাম্বাজ   একতালা।

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
বরপুত্রের তপ-অর্জ্জিত-গৌরব-মণি-মালিনি।
কোটি সন্তান আঁখি তর্পণ হৃদি আনন্দকারিণি!
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
যুগযুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস, মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী!
নবজীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী, হাস, মা, কমল-বরণি!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এসেছে বিদ্যা, আসিবে শক্তি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি!
আবার তোমায় দেখিব জননি, সুখে দশদিকপালিনি!
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ!
খর্পর-করবালিনি! শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি!

—শ্রীমতী সরলা দেবী।

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইশাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান!
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজদ্ হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ঈশাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"

(হিন্দু গায়কগণ) হরি হরি হরি জয় হিন্দুস্থান !
(ঈশাই ঐ) জয় জীহোবা হিন্দুস্থান !
(মুসলমানে ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান !

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !
উঠাও কর্ম্ম-নিশান ! ধর্ম্ম-বিষাণ ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ঈশাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !
(হিন্দু জৈন প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্রহ্মণ হিন্দুস্থান !
(শিখ ঐ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান !
(পার্সি ঐ) আজাব হোরমজদ্ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান !

—শ্রীমতী সরলা দেবী ।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

কে বলে মা বঙ্গে তোমায় তুমি পথের কাঙ্গালিনী ?
সপ্ত কোটী ছেলের মা যে, সে ত রত্নপ্রসবিনী।
কত চুণি-মণি-হীরে-খচিত মুকুট শিরে,
ধুইছে পদযুগল পূত জলে মন্দাকিনী।
দেখে দেশের এ দুর্গতি ধরেছ মা রুদ্রমূর্ত্তি,
সঞ্চারিছ শিরায় শিরায় শক্তি, শক্তিসঞ্চারিণি !
ঘুমাইয়া ছিল যারা, এবার পেয়েছে সাড়া,
চমক ভেঙ্গেছে তারা, শুনে তোর ঐ অভয়-বাণী।
মাতৃপূজা ঘরে ঘরে, করিতেছে নারী নরে,
বাজিছে হিমাদ্রিশৃঙ্গে অভ্রভেদী জয়ধ্বনি !

—চন্দ্রনাথ দাস।

বেহাগ—একতালা।

"উন্নতি উন্নতি" — উল্লাস-ভারতী, কেন দিবারাতি বল রে ?
কিসের উন্নতি ? দেশের দুর্গতি, দেখে শুনে তবু ভোল রে !
বটে জলে স্থলে, ভারতমণ্ডলে, যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া-যন্ত্র চলে—
একই দিবসে কাশী যাও চ'লে !—তাই কি উল্লাসে গল রে ?
চঞ্চলা দামিনী—বিমান-চারিণী, তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী ;
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী ;—তাই কি বিস্ময়ে টল রে ?
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার—এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার ?
স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার ? মিছা আশা-দোলে দোল রে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নদী-সিন্ধু-নীরে পোত থরে থরে, পণ্যে গুরু ভার, চলে পর্ব্বতভরে,
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে দেশের দারিদ্র্য গেল রে!
কিন্তু রে অবোধ সে পোত কাহার, স্বত্ব অধিকার তাহে কি তোমার?
যাদের বাণিজ্য তাদের ব্যাপার, ব্যাপারী ধনজন রে!
চিরদিন কলম তোমরা কেবল, কেরাণী মুহুরী সরকারের দল,
কাকের কি লাভ পাকিলে শ্রীফল, উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে!

—মনোমোহন বসু

ভৈরব—একতালা

সেই ত রয়েছ মা তুমি!
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি
শিরোপরি গিরিবর, সেই শুভ্রকলেবর,
পদতলে সেই সিন্ধু আছে অনুগামী।
তেমনি বিহগকুল কলরবে সমাকুল,
তেমনি শুনিতে পাই মধুপ-ঝঙ্কার—
সেই ত সকলি আছে, তবে মা সবার পাছে,
তোমার সন্তান কেন, অধোপথগামী!
কোথা তব সে গৌরব, সে সম্পদ কোথা সব?
সকলি হয়েছে আজি নিশার স্বপন!—
ফিরিয়া আবার কি মা, আসিবে গো সে মহিমা,
গাইবে তোমার কবি তোমারে প্রণমি?

কি জানি কি পাপফলে, পড়ি পর-পদতলে
শক্তিহীন তব সুত ধূলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে হতাশহৃদয়ে কাঁদে,
তারে আজি কে দেখালে এ দশা দশমী।

—কাব্যবিশারদ।

মিশ্র—খাম্বাজ।

উঠ্ রে উঠ্ রে উঠ্ রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে, ভাই!
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান,
আয় রে সকলে ছুটিয়া যাই।
হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান,
কে আছ কোথায় বঙ্গের সন্তান!
আট কোটি প্রাণ হ'য়ে আগুয়ান,
জননী তোদের ডাকিছে ভাই।
দেখ্ রে দেখ্ রে যায় রসাতল,
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল;
(যদি) রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার,
আপনার পায়ে দাঁড়া রে ভাই!

নগরে নগরে জ্বাল্ রে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত,
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচা রে ভাই !
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকিছেন, সাজ্ রে সাজ্ ;
স্বদেশীসংগ্রামে চাহে আত্মদান—
বন্দে মাতরম্ গাও রে ভাই !

—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশ্র মারোঁয়া —কাওয়ালী

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আছি সাত কোটি, ভাই, জেগে উঠ !
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
মোটা খাবো ভাই রে, পর্‌বো মোটা,
মাখ্‌বো না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দু'য়ে,
আমরা র'ব কি উপোসী, ঘরে শুয়ে ?
হারাস্ নে ভাই রে ! আর এমন সুদিন,
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভাই রে ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেগে
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
শোন্‌ বিদেশি, আমরা আজ বুঝেছি সব—
তোমরা খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লুটো।

—রজনীকান্ত সেন।

শঙ্করা—কাওয়ালী।

চল্‌ রে চল্‌, সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ-গর্বে, সাধ্‌ রে সাধ্‌ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ!
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে, নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত ;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা-নিশান॥

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাউল।

যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না!
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে
যদি তোর হাত কাঁপে, নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কানা।
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস ভারি বোঝা আপন;
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে,
বিষম পথের টানা।
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক ক'রে সকল কথা
করবি নানা খানা।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিভাস—একতালা।

নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত থেক না থেক না বঙ্গবাসিগণ,
ব্রতভঙ্গ হ'লে হাসিবে সকলে, দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন।
কঠিন আঘাতে না হ'লে চৈতন্য, ঘুচিবে না আর দেশের দুঃখ দৈন্য;
খাট প্রাণপণে স্বদেশের জন্য, জাগিয়া উঠুক্ জাতীয় জীবন।
সবাই বলে মোরা হুজুগেতে মাতি, ঘুচাও এ কলঙ্ক জাতীয় অখ্যাতি,
কার্য্যে দেখাও সবে মোরা আর্য্যজাতি, দেশহিতে দাও আত্মবিসর্জ্জন।
এত অপমানে না জাগিলে প্রাণ, জাগিবে না কভু ভারতসন্তান,
জলাঞ্জলি দিয়ে জাতি-কুলমান, কি সুখে করিছ জীবনধারণ?
পরাধীন জাতি প্রাণ সঁপেছ পরে, লালায়িত সদা গোলামীর তরে,
দেশের দশা হেরি হৃদয় বিদরে, করিতেছ শিরে পাদুকা-বহন।
না হ'লে এ জাতি অসারের অসার,
সোনার বাঙ্গালা কেন হবে ছারখার?
না জানি কি কোপ বঙ্গে বিধাতার,
(বুঝি) দেব-অভিশাপে দেশের পতন।
বিশ কোটী ছেলে যে মায়ের ঘরে,
তার এ দুর্দ্দশা দেখিস্ কেমন করে?
কাষায় কুমার জাতি অন্নাভাবে মরে,
মড়ার মত আছিস্ ঘুমে অচেতন।

—চন্দ্রনাথ দাস।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গৌরী—মধ্যমান।

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান!
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
করোনা করোনা তার অপমান!
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার?
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা?—
করো না করো না তার অপমান।
এ অমরাবতী, প্রতিপদে যার,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,
করো না করো না তার অপমান।
আজো বুদ্ধ আত্মা, প্রতাপের ছায়া,
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
"করো না করো না তার অপমান"।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

আমরা রাজরাণীর ছেলে ভিখারী আজ হয়েছি।
আমরা ঘরের কোষাং পরকে দিয়ে কাঙ্গাল সেজেছি।
মোদের না ছিল কি ভাই,—
শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন তুলনা যার নাই,
আমরা পরের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে, (ও দুঃখ বল্‌বো কারে)
দেশের সে সব ভুলেছি।
মোদের ক্ষেতের সোনার ধান,—
বিদেশে ভাই বছর বছর হতেছে চালান ;
আমরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, (ও দুঃখ বল্‌বো কারে)
জীবনে মরে আছি।
নিয়ে ছাতি, জুতা, কাচ, কাপড়, আর লোহার বাসন,
বিদেশে দেই যত মোদের অগণিত ধন ;
মায়ের হীরে, জহর বদল দিয়ে (ও দুঃখ বল্‌বো কারে)
মায়ের গলায় পুঁতির মালা দিয়েছি।

—ময়মনসিংহ সুহৃদসমিতি।

শিক্ষা।

(তবু)   পারিনে সঁপিতে প্রাণ !
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি, করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান।
অলস আসনে বসি ঘরের কোণে, ভায়ে ভায়ে করি রণ ;
আপনার জনে, ব্যথা দিতে মনে, তার বেলা প্রাণপণ !
আপনার দোষে পরে করি দোষী, আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি রাখিবার নাহি স্থান !
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা, চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ, জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের 'পরে অভিমান।
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান !
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পশরা, যেও না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার !
'দাও' 'দাও' বলে পরের পিছু পিছু,
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান !

—রবীন্দ্রনাথ।

কাফি।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে!
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে!
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভাণে!
তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি, জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী;—
এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না,
মিথ্যা কহে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ, মা, মনে, নয়ন-বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে, ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি, নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে!

—রবীন্দ্রনাথ।

মাতৃ-স্তোত্র।

নমো নমঃ জননী, অশেষ-গুণ-ধারিণী।
নিত্য-সরসা, চিত্ত-হরষা, রৌদ্র-কনক-বরণী।
শস্য-শ্যামলা, কুল-ধবলা, অম্বু-মেখলা-ধারিণী।
নিত্য-নবীনা, চিত্ত-প্রাবিণা, সপ্তস্বর-সুভাষিণী।
[illegible], দিক্-বলয়া, শিব কমল-বাসিনী।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র-কুণ্ডলা, অরু-বিলোল-লোচনী।
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা, সন্তাপ-জরা-নাশিনী,
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা, কুসুম-চামর-ধারিণী
লোক-বন্দিতা, বেদ-চন্দিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-আনন্দা, অমৃত-সুত-শালিনী
কৃত্য-কুশলা, চিত্তবহলা, চিত্ত-বেদন-হারিণী,
জয়যে, জয়দায়িনী ; নমো নমঃ জননী।

—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভৈরবী—যৎমান।

জাগ, জাগ, জাগ ভারত-সন্তান রে।
লোহিত বরণে, পূরব গগনে উদিত তরুণ তপন রে।
জাগিছে চীন, জাগিছে জাপান, নবীন আলোকে রে।
কাল ঘুম ঘোর, ভাঙ্গিবে না তোর, অলস জড়িত রে।
ছিলে রাজরাণী, বীরপ্রসবিনী, প্রতাপ-জননী রে।
পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে সোনার ভারত রে।
তোমারি আকাশ, তোমারি বাতাস, তোমারি কিছুই নাই রে।
নবীন প্রতাপে, নবীন জীবনে, নবীন আলোকে রে।
কোটি কণ্ঠস্বরে, গাও উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্"।
(বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্)।
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে।
শত বরষের অলস পরাণ জাগিবে জাগিবে জাগিবে রে॥

—অশ্বিনীকুমার।

ভৈরোঁ।

এলে কি কমলা এলে কি আবার বঙ্গ করিতে আলো!
আল মা লাঞ্ছিত আঁধার বঙ্গে তব অমৃত-দীপ আলো।
দানব-নিপীড়িত-বিশীর্ণ-বক্ষে, তব অচল-সিংহাসন পাত মা রঙ্গে,
বরিষ স্নেহ আশীষ সঙ্গে জগতে যা কিছু ভালো।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(মোরা) রক্ত শোণিতে হাসিতে হাসিতে তব অভিষেক করিব,
তোমার জ্যোতি করিয়া লক্ষ্য তোমার পথে চলিব,
ভাই সবে সাথী বন্ধন—করেছে বন্ধ ক্রন্দন,
(তুমি) মুছাও জননী ক্রন্দন, করি উজ্জ্বল, মোদের ললাট কাল।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

গৌরী—একতালা।

ওগো ভাষা জননী।
(তুমি) জাগাইয়া তোলো হৃদয়ে হৃদয়ে
তব অতীত গৌরব কাহিনী।
মরম বেদনা রেখোনা চাপিয়া মরমে
বিফল আঁখিজল ফেলনা মুছিয়া সরমে
তব অস্ত্র নেহারি উঠুক শিহরি মোদের সকল ধমনি।
কর্ম্ম-মত্ত-বিপুল-বিশ্ব, শোন গরজে বাহিরে
আর—রেখোনা মোদের অঞ্চলে ঢাকি জীর্ণ-ভগ্ন-কুটীরে!
তব মঙ্গল-কর-পরশে, জাগাও সকলে হরষে
কোটি কণ্ঠে উঠুক ফুটিয়া তব বন্দন রাগিণী।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোরা   শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা;
আমার   নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
প্রাণের অতৃপ্ত ঘুচেছে ব্যথা।

এই   নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি   শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর   দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে   ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাঁথা।

—শ্রীমতী কামিনী রায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

নব বৎসরে করিলাম পণ ল'ব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, ল'ব শিক্ষা !
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা !
নব বৎসরে করিলাম পণ ল'ব স্বদেশের দীক্ষা !
না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর কল্যাণে সুপবিত্র !
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র !
তোমা হ'তে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়-রাজ, তুমি পুরাতন মিত্র !
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর কল্যাণে সুপবিত্র !
পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !
তোমারে-ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ, পরেছি পরের সজ্জা !
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি' জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থি মজ্জা !
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !
সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাউলের সুর।

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা!
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা।
তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দনা ঃ

আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা, বৃথা আমার শক্তি দিলে
শক্তিদাতা !

—রবীন্দ্রনাথ।

ভৈরবী—রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশা ভরে
চাহিছে মুখ পরে ?
সে যে আমার জননী রে।

কাহার সুধাময় বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে।

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি !
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible]।

বিরল কুটীরে বিধুর
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার,
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

—রবীন্দ্রনাথ।

বাউল—খেম্‌টা।

সেই তো ছিল রাজা আসল !
(যে) পাঠায়ে ঘরে ঘরে জান্‌তো সবার কুশলাকুশল।
পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন, শিষ্ট-পালন, দুষ্ট-দলন,
প্রেমের শাসন, নাহি শোষণ, প্রজা তুষিবারে বনে দেয় ভার্য্যারে,
এম্‌নি ছিল প্রজাবৎসল !
গোলাভরা ছিল ধান্য, হাটভরা দেশের পণ্য,
ধন্য রাজার দেশ পুণ্য, না ছিল অকাল, শ্রী চিরকাল,
ফল্‌ত ক্ষেতে সোনার ফসল !

—সুন্দরীমোহন দাস।

দেশী কাপড়া—বাবু সব, দেশী কাপড়া।
দেশী মিল্‌মে বনা হুয়া, যাস পরদেশীসে আচ্ছা ;
পাট কিনারা নাই কুছ্ ইস্‌মে, দেশী ধুতি সাচ্চা ;
দেশী কাপড়া—বাবু সব, দেশী কাপড়া।
উম্‌দা জমীন, মিহিন ধুতি, রং বেরংকা শাড়ী ধুতি,
উম্‌দা উম্‌দা পাড় বনায়া, দামভি নেহি চড়া।
দেশী কাপড়া—বাবু সব দেশী কাপড়া।
ইস্ মুলুককা ঢাকা মস্‌লিন্, এ দুনিয়ামে হুয়া সবচিন্,
ইস্‌কো আদ্‌মি লেতা পর চিজ, আপনা ঘর চিজ ছোড়া।
দেশী কাপড়া—বাবু সব, দেশী কাপড়া।
ঘরকা রুটী পরকো দেতা, আপনা মায়ী ভো'কে রোতা।
এসেম্ লেকে উম্র হোতা, নাহি কৈ ইস্ জোড়া।
দেশী কাপড়া—বাবু সব, দেশী কাপড়া।

—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বেহাগ—একতালা।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌ নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌ নে ভাই।
একটা কিছু ক'রে নে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক বারেক ও দিক,
এ খেলা আর খেলিস্‌ নে ভাই।
মেলে কি না মেলে রতন,
করতে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌ নে ভাই।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নি আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা,
তখন আঁখি মেলিস্‌ নে ভাই!

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গৌরী—একতালা।

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে, কাঁপিত দূরবিমান।
যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা, বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ, তুলিত মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ, করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন, টলাইত ভগবান।
যেথা, যোগীবর-পুণ্যপরশে, মূর্ত্ত রাগ উঠিল হরষে
মুগ্ধ কমলাকান্তচরণে, জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে, মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম, যমুনা যে'ত উজান
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র, আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ, আর কি আছে সে প্রাণ ?

—রজনীকান্ত সেন।

বাউল।

এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে,
'জয় মা !' বলে ভাসা তরী।
ওরে রে ও মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক্ দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে,
খুলে দে সব দড়াদড়ি।

দিনে দিনে বাড়্‌লো দেনা,
ও ভাই, করলিনে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাই রে কড়াকড়ি।
ও তোর ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন করে,
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি।

—রবীন্দ্রনাথ।

বাউল।

আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া—
ভেঙে পড়িস্ নারে!
করিস্ নে লাজ, করিস্ নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়,—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যারে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাহির যদি হ'লি পথে,
ফিরিস্‌নে আর কোন মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যারে!

—রবীন্দ্রনাথ।

সারিগান

আজি নূতন প্রাণে নূতন টানে চালাও তরণী
জোরের—'মরা গাঙে বাণ এসেছে'—চলছে উজান পানি।
সাগর পারের তুফান দেখে আর কি মোরা ডরি?
বল পেয়েছি মায়ের নামে, ক'সে চালাও তরী,
দম্‌ দমা দম্‌, বম্‌ বমা বম্‌ কাঁপায়ে মেদিনী।
'বন্দে মাতরম্‌' ব'লে, জোরে মার টান্‌,
আপদ বালাই ঠেলে তরী ছুটিবে উজান,
এখন চিনেছি পথ—গেছে বিপদ, কূল দেবে জননী।

—গোবিন্দচন্দ্র দে।

রামপ্রসাদী—সুর।

তুই যে রে ভাই! সেই বাঙ্গালী!
ধনপতির লক্ষপতির বংশ কেন আজ কাঙ্গালী?
দিন থাকিতে দিন কিনে নে, আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থানহারা মানহারা হ'য়ে থাক্‌বি কি রে চিরকালই?
শুধু মুখের কথায় তোদের কি ঢেউ উঠে ভারত জুড়ে,
(আজো এ দুর্দ্দশার দিনে, নেপাল হ'তে ত্রিবাঙ্কুরে)
যদি কথায় কাজে জগৎ মাঝে ধন্য হ'বি শোন্ রে বলি,—
প্রতাপের আহ্বানে তোরা, জেগেছিলি যেমন সবে,
(নিমা'য়ের প্রেম-আলিঙ্গনে, মিলেছিলি যেমন ভাবে)
ও রে, তেমনি আবার যা রে মিলে, জগৎ দেখুক নয়ন মেলি'।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভৈরবী—জলদ একতালা।

তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা;
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষ-হর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে, সাগর-পদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।

বন্দনা।

ফিরে ঝিরি ঝিরি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আত্মগরিমা কীর্ত্তিকাহিনী মুক্তকণ্ঠে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুলকে করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে।
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও র'বে কি শয়নে?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

— রজনীকান্ত সেন

গানের সুর।

অগ্নিময়ী মা গো! আজি
ডাকি সকলে মা!
জগত-জোড়া ওই যে আগুন,
এক ফিন্‌কি দে তার মা,—মা, মা, মা!
নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে আগুনের মেলা,
খেলিস্ নিশিদিন আগুনের খেলা,
একটু কি তার পাব না মোরা?
তুই মা দিবি না?—মা, মা, মা!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ওই আগুনের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠ্‌বে জ্বলে,
দীপ্ত রুদ্র তেজোনলে,
পুড়ে হব সোনা—মা, মা, মা!
(রুদ্রতেজোদাবানলে পুড়্‌বে আবর্জনা!)

—অশ্বিনীকুমার।

ইমন ভূপালী—একতালা।

মন্দ কুসুম-গন্ধ-বহন পবন-হিল্লোলে,
গরিমাময়ী মা! তোমারি যশোমালিকা দোলে,
যশোমালিকা গলে।
হরিদ্বার দূর বারিধি পরিধি আজিকে মিলায়ে তান,
গাহিছে তব কীর্ত্তিগীতি পূরিয়া দিশা বিমান;
(হবে) মঙ্গল তব হর্ষে, (মা গো) ধ্বনিত বর্ষে বর্ষে,
কত দীন-হৃদি ক্ষীণ-গীতি-লহরী তুলিছে কল্লোলে।
উদার সিন্ধু মধুর ইন্দু, প্রকৃতি-মহিমা-চঞ্চল,
নীলিমাম্বরে হিমশিখরে চল জলদলীলাঞ্চল,
(হেথা) সকলি উচ্চ সুমহান্;
(রবে) সন্তান কি মা হীনপ্রাণ?
(তা'রা) পন্থা চিনিয়া, এসেছে ফিরিয়া,
শান্ত কর তুলি' কোলে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিন্দু বিন্দু সলিলে সিন্ধু, অনন্তের ছায়া সে যে গো,
এই ক্ষুদ্র-প্রাণি-সমুদ্র তুচ্ছ কভু নহে গো,—
(ও মা !) তোমারি অতীত গর্ব্বে,
(আজি) স্ফীতবুক স্তত সর্ব্বে,
(মা গো !) শোন ওই গান, উঠে তোমারই নাম,
পৃথ্বী পূরিত সে রোলে।

সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক

গৌরী—ঝাঁপতাল।

আমার বঙ্গের ফুল শোভার আধার।
কি ফুল পরের সব ভুলে আপনার ?
আমারে ভুলাতে কেবা ম্যাগ্নোলিয়া, গ্রাণ্ডিফ্লোরা,
তুলে এনে কত শোভা দেখাইবি আর ?
কত ফুল শতদল, নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল,
বিদেশের কোন ফুল সমতুল্য তার ?
মল্লিকা, মালতী গন্ধ, মকরন্দে অলি অন্ধ,
ডালিয়া কি পলনিয়ো—কে তুল্য তাহার ?
সাজাইয়া থরে থরে, অর্কিড কাচের ঘরে,
টবে ফুটাইয়া ফুল, দেখ কি বাহার ?
নীলচন্দ্রাতপতলে, কৌমুদী মাখিয়া ছিলে,
মৃদুল সমীরে দোলে কুসুম আমার।

অশোক, বকুল মম, সুধাময় নিরুপম,
কামিনী, চম্পক, কুন্দ, কুমুদ, কহলার।
আমার ফুলের কাছে, পরের কি ফুল আছে,
কেন তবে হবে মনে লোভের সঞ্চার?

—কাব্যবিশারদ।

বাউলের সুর—পড় খেমটা।

আর কি ভাবিস্ মাঝি! ব'সে?
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে, হা'ল ধরে থাক্ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে তাই নেবে ঠে'লে,
কূল পাবিনে, ভে'সে যাবি, মরবি যে মনের আপ্‌শোসে।
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধররে পাড়ি,
"পাঁচ পীর বদর!" ব'লে, পূরো মনের খোসে;
এমন বাতাস আর ব'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না,
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে, পড়্‌বি যে নিজ-কর্ম্ম-দোষে।

—রজনীকান্ত সেন।

বেহাগ।

বিষাদের দিনে কি সাধে বাজাও, ভাই রে! আমোদে মাতিয়া বীণ্?
ছিঁড়ে ফেল তার, নিবুক ঝঙ্কার, এ যে ঘোরতর দুখের দিন!
বাল্মীকি, নারদ এবে অন্তর্হিত, দেবদত্ত বীণ্ নাহিক আর;
কেনা বীণে, বল, কি হইবে ফল? কিবা সুখ বেঁধে বিলাতী তার।
অদ্ভুত অশনি দিবসরজনী গরজি' গম্ভীর ধাঁধি'ছে কাণ,
জান না কি সুখে, ওরে ও অবোধ! বীণা বাজাইয়ে তুষি'ছ প্রাণ!

কল্পনা।

সারাদিন খেটে, ভাত নাই পেটে, ঘুচিল না, হায়, মলিন বাস,
তবু, রে অবোধ! জানি না কেন যে বীণায় বাদনে করি'ছ আশ।
ভেঙে ফেলে বীণা, ভাসাও সাগরে, কি বলিবে লোকে এ কাজ দেখে?
পাগলেও তোরে বলিবে পাগল, নাম তোর বুকে রাখিবে লিখে।

—রাজকৃষ্ণ রায়

প্রসাদী সুরে।

মা! কি দিয়ে সাজাব তোরে?
(মাগো!) এসেছিস্ আজ শূন্য ঘরে।
ধন যাতে রাজার রাজা, ছিলাম পৃথিবী ভিতরে,
সেই ঘরভরা ধন, মাণিক রতন, সকলি নিয়েছে চোরে!
আট কোটী ভাই ভগ্নী 'ছিলাম, মড়ার মত ঘুমের ঘোরে,
(তাই) চোরে করল সুখের চুরি, ডাকাত লুটিল বিনা জোরে।
কামার, কুমার, জোলা, তাঁতী' —শিল্পী সকল আছে মরে,
(যারা) মনের মত সাজাইত, নিত্য কত নূতন করে।
শূন্য আজ মা! পুণ্যভূমি, দৈন্য ভরা ঘরে ঘরে,
রাজরাজেশ্বরীর পুত্র কন্যা কাঙাল হ'য়ে আছি পড়ে।
(তোর) বাগানভরা ফুল আছে মা, সাজাব তায় সমাদরে,
(দিতে) পরের গহনা প্রাণে সয় না, পরের কাছে ভিক্ষা করে'।
আশীর্ব্বাদ কর জননি! পুনঃ সংবৎসর পরে,
যেন মনের সাধে সাজাইতে পারি তোমায় হৃদয় ভরে।

—রামচন্দ্র দাসগুপ্ত।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—একতালা।

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখা'লে,
তাই কি তোরা ভুল্‌বি ?
বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে,
তাও কি ঘুমে ঢুল্‌বি ?
বিধাতা ওদের দোকান বন্ধ ক'রে,
তোরা কি তাই খুল্‌বি ?
বিধাতা সোনার মাটী দেখিয়ে দিলে,
তাও কি শূন্যে ঝুল্‌বি ?
বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি তাই ভুল্‌বি ?
বিধাতা মনের কথা চা'পতে ব'লে,
তাও কি খুঁচিয়ে তুল্‌বি ?
বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে,
তবু দুধে তেঁতুল গুল্‌বি ?
বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোস থেকে,
পথে পথে বুল্‌বি ?

—রজনীকান্ত সেন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়!
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়!
(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়!
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়!
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা গাও জগতময়!
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন, মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়;
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়?
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী! দুঃখ হ'ল দূর।
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মা গো! জাগো, জাগো! ডাকে পুত্রচয়।

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

হাম্বীর—কাওয়ালী।

নবীন এ অনুরাগ রাখ রাখ মনে রাখ।
উঠেছ আবেগভরে দু দিনে তা ভুলো নাকো।
খুলিয়া মুদিত আঁখি, নব ভাব মনে রাখি',
বারেক জেগেছ যদি—এই ভাবে জেগে থাক।

বন্দনা।

যে শিখা জলেছে প্রাণে, বিন্দু বিন্দু স্নেহ-দানে,
দীপ্ত রেখো, সুপ্ত হয়ে নিবায়ো না তায় ;—
এ শিখা নিবিলে পরে, জলিবে না যুগান্তরে,
বিশ্বময় অন্ধকারে, তাহারে আলোকে ডাক।

—কাব্যবিশারদ।

বাউলের সুর।

বিদেশী, আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন ত স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে, ধরে না হয় জেলে দেবে,
মন কি ফিরাতে পারবে,—এম্নি শক্তিময় ?
তোদের দেশের জিনিসগুলো কাজে খারাপ, দেখ্তে ভাল,
মাকাল যেমন ভিতর কালো বাহির সুন্দর হয়।
তোদের দেশের মনোহারী আয়না, চিরুণ, খেলনা, চুড়ী,
সহজে হয় গুড়ি গুড়ি, একটুক্ ভর না সয়!
মন চাহে না ও ছাই আর, দেশীতে মন মজল এবার,
জোর করে' কি করবে কাজ ? জোরের কার্য্য নয়।

—মুকুন্দ দাসের "মাতৃপূজা"।

জয়জয়ন্তী—তেওরা।

তোমারি তরে মা! সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা! সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল,
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা! পারি তাহাতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিবাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননি! যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা! একটী সন্তান
জাগি' উঠে শুনি এ বীণা-তান?

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পূরবী মিশ্র—একতালা।

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান।
(তাই) মরমবেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা' প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার,
কোটী পদাঘাত, কোটী অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বার বার,—
'সুখী কেবা আর মোদের সমান!'
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।
শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা,—অপরাধ তার,
হায় হায় একি কঠোর বিধান!
না জানি জননী! কতদিন আর
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার!
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়
শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ
তোমারে করিতে দান।
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে!
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে!

রাজা তুমি নহ, হে মহা তাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়!
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিয়ো!
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়!
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া ল'ব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব!

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রামপ্রসাদী সুর ।

তুই মা ! মোদের জগৎ আলো ।
সুখে দুখে, হাসি মুখে,
আঁধারে দীপ তুমিই আলো !
মা ব'লে, মা, ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা ! তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো ।

ওই কোলে, মা ! পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই ;
থাক্‌না ওদের আবরণ,
হলেমই বা আমরা কালো !

পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে ;
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ ধারা আজি ঢালো !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

কোন্ দেশেতে তরুলতা —
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই —
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফুটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বুনে —
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
　　কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
　　আমাদেরি বাংলা রে।

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
　　সবার অধিক পাই যে দুঃখ
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
　　বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের—
　　চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
　　আমাদেরি বাংলা রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
　　ওরে মন হবেই হবে;
যদি পণ ক'রে থাকিস্,
　　সে পণ তোমার রবেই রবে
　　ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণ সমান আছে পড়ে,
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন—
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো,
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে,
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে,
এক সাথে সব যাত্রী যত,
একই রাস্তা লবেই লবে!
ওরে মন হবেই হবে।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দনা।

আমরা ইরান দেশের কাজি
আমরা এসেছি একটা নূতন আইন
প্রচার কর্ত্তে আজি।

যা কিছু করিবে ইরানকুল,
হউক মিথ্যা হউক ভুল,
তোমাদের হবে বলিতে তাতে
বাহবা বাহবা বা-জি।

আমরা সবাই দেখেছি ইরাম
বিচার করিয়া সূক্ষ্ম,
যে ইরাম সবাই বুদ্ধিমান,
আর পার্শি সবাই মূর্খ।

পার্শির তরে হইল রদ,
ব্যতীত কুলি ও কেরাণী পদ,
হাকিম হকিম হইবে সবাই
হোসেন হাসেন হাজি।

ইরাম সবাই সত্যপ্রিয়,
পার্শি মিথ্যাবাদী;
পার্শি ইরামে হইলে বিবাদ
পার্শিই অপরাধী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পার্শি ঠেকিলে ইমান যায়,
তার মাথাটা বাঁচান্ হইবে দায়,
পার্শির শির কাটিয়া নইলে
হইতে হইবে রাজি।

দাদাভাই হোক, জিজিভাই হো'ক,
কায়সেট্‌জি, কি বেটা,
আজ থেকে তবে হ'য়ে গেল ঠিক
সবাই সমান বেটা।
তবে যে বেটা বলিবে হাঁ হাঁ তা হো'ক,
সে বেটা কতক ভদ্রলোক,
আর যে বেটা বলিবে, তা না না না না,
সে বেটা বেজায় পাজি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

যদি এ দুঃখের নিশা কখন পোহায়,
যদি সুখ-প্রভাকর
এ ভারতে দেয় কর,
সুবিচার হিন্দুস্থানে আসে পুনরায়,
যদি কভু হিন্দুস্থান
হয় উল্লাসিত-প্রাণ,
দারুণ বিষাদানল যদি নিবে যায়,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যদি রাজকীয় কার্য্য,
পণ্ড হলে শিরোধার্য্য
করিতে না হয়, এই বঙ্গ বাঙ্গালায়,
তবেই হাসিব আর,
লভিব সন্তোষ তার,
ভুলিব সকল দুঃখ সুখের আশায়।

—কাব্যবিশারদ।

বাউল

মা, কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষা-ঝুলি দেখ্‌তে পেলে!
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু,
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে;—
তবু কি এম্‌নি করে, ফিরবো ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে!
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যাকথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি
চরণে তোর দেব ঢেলে!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নেব গো মেগে পেতে,
যা আছে তোর ঘরেতে,
যে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখানে মান, সেইখানে প্রাণ,
সেইখানে দেই হৃদয় ঢেলে।

—রবীন্দ্রনাথ।

বাউলের সুর।

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই!
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই!
যা তোমার আছে মনে,
সাধ তাই পরাণপণে,
শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই!
একই পথ আছে, ওরে!
চল সেই রাস্তা ধরে',
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই!
থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই!

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভাবি ত হাসব না।

ভাবি ত হাসব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে';
সাহেব-তাড়াহত ধ্বস্তমস্ত অকলঙ্ক বীর,
কুকুর-ভয়ত্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে যত কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়।
যবে ফিরে উল্টো তর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে;
একটু 'গ্যানো' পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে;
কোর্ত্তে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;
তখন আমি হাসি জোরে শুদ্ধ সয়ে' ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম আক্রে পড়ে;
যখন কেউ প্রবীণভণ্ড মহাষণ্ড পরে হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্‌—?

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

আশোয়ারী—ধামার।

(আস্থায়ী)

ছিন্ন অঙ্গ হলো বঙ্গ, কেন ভাব অমঙ্গল ?
রাজভয়ে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল ?

(অন্তরা)

কি ফল বিফলে কাঁদি' ?
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি'
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল ?

(সঞ্চারী)

খণ্ড খণ্ড করি' রাখুক এ দেশ,
চটুক ভূধরে সিন্ধু-সন্নিবেশ,
কীর্ত্তিনাশা-জলে কিংবা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ)

মিলাইতে পারি যদি মনে মন,
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন ?
পর-করুণায় আশায় আশায়
জীবনযাপনে ফলিবে কি ফল ?

(সঞ্চারী—ফেরতা)

বলিব বদনে—জয় জন্মভূমি !
শুনিব স্বপনে—জয় জন্মভূমি !
আশায় ভাবায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে আগ্নের অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া—জয় জন্মভূমি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(খাম্বাজ কেরবা)

জয় জন্মভূমি গাও সব ভাই!
এস প্রাণভ'রে—সবে মিলে গাই।
এ গানের ধ্বনি হ'ক প্রতিধ্বনি!
আর বিদেশীর দয়া কাজ নাই।
আমাদের ঢাকা, আমাদের ধাম
ত্রিপুরার প্রান্ত—দূর চট্টগ্রাম;
সেই রাজশাহী,—সেই বর্দ্ধমান,
সেই ত সীমান্ত,—হলেও প্রাণান্ত,
হইবে না ভিন্ন, কর ব্যবচ্ছিন্ন,
সেই ত' রয়েছে—প্রভেদ কোথায়?
রুধিরের ধারা সেই ত শিরায়,
সেই শোকে তাপে প্রাণের ব্যথায়
মরমের জ্বালা হবে না শীতল।

কাব্যবিশারদ

বাউলের সুর।

যে তোরে পাগল বলে,
তারে তুই বলিস্ নে কিছু !
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু।

আজকে আপন মানের ভরে
থাক্ সে বসে গদীর পরে,
কাল্‌কে প্রেমে আস্‌বে নেমে,
করবে সে তার মাথা নীচু !

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিলাত ফের্তা।

আমরা   বিলাত-ফের্তা ক ভাই,
আমরা   সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই   কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা   বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা   শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা   চাকরকে ডাকি "বেয়ারা !"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি !"
"রাম",   "কালীপদ", "হরিচরণ"
নাম   এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই   নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ।
আমরা   সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা   মিটার নামে র'টি,
যদি   "সাহেব" না বোলে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা   ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা   ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা   হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পোরে
সেজেছি বিলিতি বাঁদর ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible] ।

আমরা   বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা   ফরাসী ধরণে কাশি,
আমরা   পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা   হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা   স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা   মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই।

আমাদের   সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে,   রংটা হয় না সাদা,
তবু   চেষ্টায় ত্রুটী নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা   বিলেত ফেরতা ক'টায়,
দেশে   কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের   সাহেব যদিও দেবতা, তবু এই
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা   সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ   দেই ইংরিজি খাঁটি,
কিন্তু   বিপদেতে দেই বাঙ্গালীরই মত
চম্পট পরিপাটী।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে!
গভীর স্বরে উদাস করে!
আর কে কারে ধরে' রাখে!

যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে!

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।

কত দিনের সাধনফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
(আজি) ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে!

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

খাম্বাজ—একতালা।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাই না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়;
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তা হ'লে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়!

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

বাউলের সুর—আড়খেম্টা।

(আমার) স্বদেশবাসী, যতই দোষী, বলুক পরে।
উচাটন, তবু মন, তারই তরে॥
ও তার, মধুর বচন—(ভাই রে) করিলে শ্রবণ
শিহরে শরীর পুলকভরে। (ওরে ও ভাই!)
তার—শয়ন, স্বপন, চাহনি, চলন
মনে হয় যেন নিজের মত—
হেরি শিরায় শিরায় রুধিরধারায়
বহে একই স্রোত—স্তরে স্তরে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তায়, নদী বন ফুল অনিল অচল
জনম অবধি আমায় আছে—
তবে, তার দোষ দেখে তারে যে গো রেখে
থাকিব কি সুখে জীবন ধরে'। (ওরে ও ভাই।
আবার, হোক্ মতভেদ—বাস-ব্যবচ্ছেদ
জনমে বিরোধ—পদে পদে—
তবু, তারে প্রাণ চাবে, জীবন জুড়াবে
সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে। (ওরে ও ভাই।)
যদি, দূর দেশে যাই—দেখিবারে পাই
না চিনেও তার সুধাই কথা—
তাই বিশারদ কয়, সে—কি পর হয়—
যারে দেখে মন এমন করে?

—কাব্যবিশারদ।

হাম্বীর—তাল ফের্তা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া, পূরব চাহিয়া,
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে ঊষা নব জ্যোতির্ময়ী—
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে।

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল-পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়!
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায়!
ফেল জীর্ণচীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে; অমল অটল জীবনে!

—রবীন্দ্রনাথ।

ধাও ধাও বাণিজ্যক্ষেত্রে
গাও উচ্চে শুভ জয়গাথা!
রক্ষা করিতে স্বদেশ-শিরে
শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে অর্থে মায়া,
বিদেশী বসনে আবৃত কায়া;
সাজ সাজ সকলে নব সাজে,
শুন ঘন ঘন জয়ভেরী বাজে!
মা রব আর দরিদ্র কি দুঃখী,
জয় মা ভারত! জয় মা লক্ষ্মী!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তায়, নদী বন ফুল অনিল অচল
জনম অবধি আমার আছে—
তবে, তার দোষ দেখে তারে যে না দেখে
থাকিব কি সুখে জীবন ধরে'। (ওরে ও ভাই!)
আমার, হোক্ মতভেদ—বাস-ব্যবধান
অথবা বিরোধ—পদে পদে—
তবু, তারে প্রাণ চাবে, জীবন জুড়াবে
সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে। (ওরে ও ভাই!)
যদি, দূর দেশে যাই—দেখিবারে পাই
না চিনেও তার সুধাই কথা—
তাই বিশারদ কয়, সে—কি পর হয়—
যারে দেখে মন এমন করে?

—কাব্যবিশারদ।

হাম্বীর—তাল ফের্তা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া, পূরব চাহিয়া,
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে ঊষা নব জ্যোতির্ময়ী—
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে।

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল-পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়!
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায়!
ফেল জীর্ণচীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে; অমল অটল জীবনে!

—রবীন্দ্রনাথ।

ধাও ধাও বাণিজ্যক্ষেত্রে
গাও উচ্চে শুভ জয়গাথা!
রক্ষা করিতে স্বদেশ-শিরে
শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে অর্থে মায়া,
বিদেশী বসনে আবৃত কায়া;
সাজ সাজ সকলে নব সাজে,
শুন ঘন ঘন জয়ভেরী বাজে!
মা রব আর দরিদ্র কি দুঃখী,
জয় মা ভারত! জয় মা লক্ষ্মী!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সাজে কি আর বিলাসরঙ্গে
দৈন্যবিদীর্ণ যখন সব পল্লী ?
বিদেশ-বেশ-কলঙ্কিতবক্ষে
সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ।
কোষনিবদ্ধ রবে ধনরাশি
যখন বিলাহিত ভারতবাসী ?
সাজ সাজ সবে—ইত্যাদি :—
নগরে নগরে বসায় যন্ত্রী
ভ্রাতৃ সনে কভু হ'ব না দ্বন্দ্বী ।
গ্রামে গ্রামে স্থাপিব তন্ত্রী,
হিন্দু মুসলমান করিয়া সন্ধি ।
পরশিব না কভু বিদেশী দ্রব্য,
যদি তাহা হয় এই দেশে লভ্য ।
সাজ সাজ সকলে—ইত্যাদি :—
ধাও ধাও কার্য্য ক্ষেত্রে !
ভ্রাতা ভ্রাতা রহিব অভিন্ন,
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে
রাখিব না কভু বিভেদ-চিহ্ন ।
বন্দে মাতরং করিয়া গান
করিব বিকম্পিত হিন্দুস্থান ।
সাজ সাজ সকলে ইত্যাদি :—

—দ্বিজেন্দ্রলাল । [রূপান্তরিত ।]

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিভাস—একতালা।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী!
ও গো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ও গো মা—
তোমার কি মুরতি আজি দেখি রে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible]।

ও গো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি-মুখে
ভেবেছিলাম দুঃখিনী মা—
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথায় সে তোর দরিদ্রবেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি?
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি!

ও গো মা—

তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে!
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী;
তোমার অভয় বাজে হৃদয়-মাঝে
হৃদয়-হরণী!

ও গো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।

—রবীন্দ্রনাথ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী।)

হতাশ হয়ো না প্রাণে অনুচিত নির্য্যাতনে।
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দ্দোষ মনে?

(অন্তরা।)

গুর্খা দেখে মূর্খ যত কি আতঙ্কে অভিভূত,
উচ্চ-শির অবনত এত শঙ্কা কি কারণে?

(সঞ্চারী)

যার অঙ্কে জন্ম নিলে, যার শস্যে যার জলে,
রবি-শশি-কর-জালে ধরেছ শরীর—

(আভোগ।)

তারি ধন তারে দিতে, তারি তরে কষ্ট পেতে,
মাটীতে মাটীর দেহ এত শঙ্কা সমর্পণে?

(পুনঃ সঞ্চারী)

স্বর্গাদপি গরীয়সী মুখে বল ঘরে বসি',
ভয়ে ম্লান মুখশশী দেখিলে বিপদ—

(পুনরাভোগ)

একদিন মৃত্যু হবে, নিত্য ভবে নাহি রবে,—
কাঁপে বক্ষঃ কেন তবে মাতৃ-নাম-সম্বোধনে?

—কাব্যবিশারদ।

রাগিণী কালেংড়া বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কঠোর কর্ত্তব্য ভাই! করেছ সাধনা,
নৈলে মাতৃপূজা ভাই! হবে না হবে না।
মাতৃপূজা মহাযাগ, দেবগণ পান ভাগ,
চাই ভক্তি অনুরাগ—নহেক কল্পনা।
এই যজ্ঞে কর মন! আত্ম-বলিদানে পণ,
পাবে বল অনুক্ষণ বিপত্তি আর রবে না।
প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা, কর পূজা, জপ মালা,
ঘুচিবে সকল জ্বালা, মনের বেদনা।
সুখ শয্যা পরিহরি' কণ্টকে কুসুম হেরি',
এস ভাই! ত্বরা করি' বিলম্ব আর করো না।
বঙ্গের সৌভাগ্য-রবি, অদূরে সুন্দর-ছবি,
পুলকিত হবে সবে, দেখ না দেখ না।
ফেলে দেও বীণা-যন্ত্র, অন্য যত তন্ত্র মন্ত্র,
গভীর বিষাণ-নাদে কর রে উদ্দীপনা।
বীর সাজে সাজ ভাই, কর্ত্তব্য করিতে চাই,
দেশের উদ্ধার চাই, মনের বাসনা।

—ভুবনমোহন বসু।

[illegible]।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

বাধা বিঘ্ন কত শত শত, করিতে মা তোর
চরণ বন্দন।
চাহি মা! গাহিতে তব গুণগান, কিন্তু তাহে
রাজশাসন ভীষণ।
বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যেবা করে, রাজদ্রোহী
নাকি হয় সে বিচারে,
বাঁধে তারে চরে, রাখে কারাগারে, পলে
পলে করে কত নির্য্যাতন।
কহিতে ভারত-জননীর জয়, শ্বেতাদের হয়
অশান্তির উদয়,
যে কহে, তাহার যাতনা অপার, মা বলিতে
কার এত বিড়ম্বন!
কে আছে মা তোর ভকত-সন্তান, কে সঁপেছে
তব পদে মন প্রাণ,
শত গুপ্তচরে করে তার সন্ধান, কত অপরাধী
যেন সেই জন!
বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে তাই, বলিতে
ভারতে কারো সাধ্য নাই,
নিত্য নীরবে সহিতেছে সবে, মলিনবদনে
মরমবেদন।

—গিরিশচন্দ্র সেন।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জয় জয় জগ-পালিনী !
বাণী-বীণা-ঝঙ্কারে ওঙ্কার-রূপিণী,
দৈত্যদলনী দুঃখরাশিনাশিনী ।
শুভ্র-হিমানীমালা-ময় মুকুট খানি—মণ্ডিতা
শ্যামা মা অয়ি মহিমা-বাণী,
চির চরণসারে চুম্বিতা পারাবারে চারুগম্ভীর
বরনাদিনী ।
মুকুট-মহীধর-লম্বিতা তটিনী, হেমহার
সুন্দর গ্রীবায় বিলম্বিনী,
জাহ্নবী কল কলে নীল যমুনাজলে পুণ্য
করুণা-সুধা-বাহিনী ।
দিবাকর প্রভাতে পুলকিতা জননী, মুগ্ধ মাধুরী
মোহে সুর-মনোমোহিনী
শ্যামল নিরমল ক্রমদল কমল চূর্ণাভূষণ
-রাজভূষিণী ।
ফুল-কুঞ্জ-কুটীর-কানন-বিহারিণী,
জ্যোৎস্না-ধবলা মধুরমধুযামিনী,
পিক-পাপিয়া-কূজ-কল-কল-আকুল মৃদুল
স্বর-নিলবাসিনী ।

—মৃগাঙ্কর

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব "জননীকে কে দিবি দান ?
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ ?"
(তোদের) মা ডেকেছে কব বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
(মোদের) হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে।
(তোমার) সন্তানেরই দান তারে তারে।

—রবীন্দ্রনাথ।

বেহাগ মিশ্র—খেম্‌টা।

এমনি করে' সবাই মিলে
ডাকিস্ যদি মা বলে,
নিখিল ভুবন জুড়িয়ে যাবে,
পাষাণ কেঁদে যাবে গলে।
লও রে মায়ের পদধূলি,
ফেলে দেও রে ভিক্ষা-ঝুলি,
দীক্ষা নিয়ে মায়ের কাজে
বিশ্বমাঝে চলো চলে।

জয়, মায়ের সেবায় জীবনব্রত ;
হউক না বাধা শত শত,
তুচ্ছ-ভাবি ভয় ভাবনা
চরণতলে ফেলে' দলে'।
গাও রে সদা মায়ের জয়,
ঘুচবে ব্যথা, ঘুচবে ভয়,
কোন দৈন্য থাকবে না রে
বিশ কোটী ভাই একসাথ্ হ'লে।
হাস্‌বে রবি চন্দ্রতারা,
গাইবে সুখে পিক্‌বালারা,
সেই শুভদিন আসবে আবার
তোমাদের এই সাধনফলে।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরাশি
তোদের শিরে পড়বে আসি',
ভুবনেতে উঠবে ধ্বনি,
অমরত্ব পাবে মলে।

—প্রমথনাথ দত্ত।

ব্যাণ্ডের সুর

চল্ রে চল্ রে চল্ রে ও ভাই! জীবন-আহবে চল—চল্ চল্ চল!
বাজ্‌বে সেথা রণ-ভেরী, আস্‌বে প্রাণে বল ;—চল্ চল্ চল্।
ছেড়ে দিয়ে সুখ, দূরে রেখে মান, বীর-সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর-দাপে কাঁপ্‌বে ধরা, কর্‌বে টলমল ;—চল্ চল্ চল্।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঘ'রে থেকে ভাই সুখ কি আছে? দাওরে জীবন দেশের কাজে;
জীবন দিয়ে জীবন হবে, হউক জনম সফল;—চল্ চল্ চল্।
উঠ্‌ছে দেখ্ ঐ তরুণ তপন, ফুট্‌ছে কেমন আশার কিরণ!
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই! আয় রে দলে দল;—চল্ চল্ চল্!

—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান!
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান!
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান!

--রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চিরশোভাময়ী স্নেহময়ী তুমি
অয়ি বঙ্গজননী !
সুখদে, শুভদে, সাম্যদে, বরদে !
অকূল বিপদে তারিণী !
ভাণ্ডার আজি কেন মা শূন্য,
অন্নপূর্ণে ! বিতর অন্ন,
দিয়ে গো অন্ন ঘুচাও দৈন্য,
ধন্য পুণ্যশালিনী !
পীযূষপ্রবাহ ধরিয়া বক্ষে
ক্ষুধিত জীবন কর মা রক্ষে,
মহৎ ক্ষুদ্র ভিখারী, রাজরাজেশ্বরী
সন্তানে সুখশালিনী !
ব্যথিত তৃষিত পতিত এ দীনে
অভয়-শান্তি-দায়িনী !

—ঊষাপ্রমোদিনী বসু ।

ভৈরবী ।

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জানি নে তোর ধন রতন
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ;
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে উঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে'।
আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,—
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে !

—রবীন্দ্রনাথ।

ইমন মিশ্র—তেওরা।

ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাও রে "বন্দে মাতরম্" !
নিত্য, সত্য, স্নিগ্ধ, শুদ্ধ, বল রে "বন্দে মাতরম্" !
কাব্যে গ্রন্থে ছন্দে যন্ত্রে—
গদ্যে পদ্যে তন্ত্রে মন্ত্রে—
গল্প গাথায়, ভজনে সাধনে সাধ রে "বন্দে মাতরম্" !
সকল-ভারত-বল-বিধায়িনী-
বাণী—"বন্দে মাতরম্" !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঐক্য মন্ত্র অমোঘ সূত্র
ধ্বনি "বন্দে মাতরম্" !
দিব্য নেত্রে ওই যায় দেখা
বিদ্যুদক্ষরে জলছে লেখা,
বিধির আদেশ অভয়-মন্ত্র—জপ রে "বন্দে মাতরম্" !

—প্রমথনাথ দত্ত।

তুমি কেন দীনা দুঃখিনী ?
পাদমূলবেলী সিন্ধু ভূধরমণি,
মণিমণ্ডিত তব দিবাযামিনী ;

তুমি কেন দীনা দুঃখিনী ?
অঙ্গে তব যমুনা—জাহ্নবী প্রবলবেগে
উর্মিমালা তালে, নাচি' চলে সুধাবেগে ;
মলয় অনিল কোকিল কল রবে
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত ধরণী।

তুমি কেন দীনা দুঃখিনী ?
তুঙ্গ শৃঙ্গ তব (মা !) উচ্চ গগনতলে
শ্যাম দ্রুমদল বিশোভিত বনফলে,
শ্যামা ! তব অঞ্চল শ্যাম শীতল কোলে
পান্থশালে সুখী অতিথিশ্রেণী।

তুমি কেন দীনা দুঃখিনী?
(অয়ি!) অয়ে কমলা দেবী, পুণ্যে অমরাবতী,
মানে মা মহারাণী, জ্ঞানদানে ভারতী,
ধর্ম্মনিকেতনে ধনে অলকা সতী,
শক্তিদানে শ্যামা অসুরনাশিনী!

কোটী কোটী পুত্র, মিলায়ে একত্র,
মুক্তি মন্ত্র-গীতি গাহ জননী।
তুমি কেন দীনা দুঃখিনী?

—যুগান্তর।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র গ্রহণে
শ্মশান-সাধনে চল চল চল!
পিশাচ-তাণ্ডবে ভ্রূকুটী-ভৈরবে যায় প্রাণ
যাবে, হবে না বিফল।
ভূত প্রেত দানা দিবে নানা হানা—ভারত-শ্মশানে
কঠোর সাধনা,—
শুনি হিলি কিলি, যাদুকর-বুলি দিলে আঁখি
খুলি' যাবে রসাতল।
রহ শবাসনে ভারতশ্মশানে—নিয়ত নির্ভয়ে
শ্যামার ধেয়ানে;—
পাবে যুগে যুগে দাস-দশা ভুগে—
রাজ-রাজেশ্বরী-চরণকমল।

—যুগান্তর।

বাউল।

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশা-লতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয় ত রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
আসবে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে কি রইবি থেমে!
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয় ত বাতি জ্বলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী,
আসবে ঘিরি বনের প্রাণী,—
তবু, হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখবি বলে,
অমনি কি তুই আসবি চ'লে?
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয় ত দুয়ার টলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সুর—রামপ্রসাদী।

আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি।
কেন ঠ্যাং থাকিতে নেবে লাঠি ?
অন্ধ নহ, আতুর নহ, পরকে ধ'রে চলবে কেন ?
পরের বলে চলে চলে কাজের দেহ করলে মাটী !
দেশের জিনিস থাকতে কেন, বিদেশীতে মন মজাও ভাই ?
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলে নাকি মোটামুটি ?
খাবার নাই ঘরে আমাদের, হাট্, কোট্, বুটের কি প্রয়োজন ?
শূন্য থালার অন্নভাণ্ড, ওইতে কেন তার মালা পাটা ?
সিদ্ধিতে সাধনা চাই ভাই, বিনা ত্যাগে মানুষ হয় না।
কাজের কাজি না হইলে পর কে শুনে কার কান্নাকাটি ?
ছেড়ে দাও বিদেশী কাপড়, ফাঁকর হোক বিদেশী তাঁতি ;
চুরি কাঁচি ছুঁ'ও না কেউ, বন্ধ হোক শেফিল্ডের ঘাঁটি।
সাবান, চুরট, কাচের চুরী ছুঁ'ও না সব খবিস জিনিস।
তামা কাঁসা থাকতে দেশে কেন কেন লোহার বাটী ?
বিটের চিনি, কলের ময়দা, ফেলে দাও ছুঁড়িয়ে দূরে,
কাশীর চিনি, জাঁতার আটার খাবার বানাও পরিপাটি।
কুশাই বলে, বহুকালে জাগলে যদি, আর শু'ও না।
ছুঁ'ও না বিদেশী জিনিস, কথায় কাজে থাক খাঁটি।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার!
মলিন হেরিতে মা গো! পারি না যে আর!
কেন মা! আজি নীরব বীণায় কাকলী তব?
কেন মা পড়িয়া বীণা আছে একধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি কবি কালিদাস,
তাই কি মলিনবেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর তুলে, পারে না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীনভাবে ঝঙ্কারিয়া আর!
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি না অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার?
লও বীণা তুলি করে, মধুর গভীর স্বরে,
গাও মা! স্বর্গীয় গীত জগতে আবার!

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

জাগ রে ভাই! সবে স্মরিয়ে কেশবে,
জয় জয় রবে কাঁপায়ে মেদিনী।
দুঃখনিশা মোদের হলো অবসান,
উদিত পূরবে সুখ-দিনমণি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এ নব উষাতে জাগিয়ে নিলে প্রাণ
ঘুমোবে না কভু আর ভারত-সন্তান,
দেখলে মায়ের দশা কেঁদে উঠবে প্রাণ
(তখন) সমর-সিন্ধুনীরে ভাসাবে তরণী।
জাগিল ঘুমোর জাতি নবীন আলোকে,
জাগিল ক্ষুদ্র জাপান নবীন পুলকে,
ভারত জাগিলে এ নব আলোকে
পলকে জিনিতে পারে রে ধরণী।
কহিছে মুকুন্দ,—আর কারে কর রে ভয়!
অভয়দায়িনী শ্যামা (মোদের) দিয়েছেন অভয়,
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে বল মা-কি জয়!
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা, কাঁপুক ধরণী॥

—মুকুন্দ দাস।

ভৈরবী—ঠুংরি।

আমরা কি এতই ছোট, এম্নি দীন হীন,
তাই তোমরা সদাই মোদের কর্‌তে চাহ ক্ষীণ?
চরণতলে দল্‌লে পরে
ক্ষুদ্র কীটও কাম্‌ড়ে ধরে,
(তখন) বিষের জ্বালায় আকুল হ'য়ে জ্বল্‌বে চিরদিন।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেখ চেয়ে মা আমাদের দৈত্যদলনী—
দাঁড়িয়ে আছেন আকাশতলে রৌদ্রবসনী।
আর কি গণি, আর কি মানি
তোমাদের এই ঝন্‌ঝনানি—
মন্ত্রতেজে চলবো সেজে, শুধ্‌বো মায়ের ঋণ।

—প্রমথনাথ দত্ত

বেহাগ মিশ্র—আড়্‌খেমটা।

সবে গানের সনে মিশিয়ে দিও প্রাণ;
ওগো, নইলে মায়ের হ'বে অপমান।
কথার সঙ্গে মিশাও কাজ,
ছাড় ছদ্মবেশের সাজ;
সকল ভুলে হৃদয়খানি মায়ের পায়ে করো দান।
কেন মিছে দলাদলি,
করো না ভাই গালাগালি,
একই মায়ের ছেলে যে গো হিন্দু মুসলমান!
উঠ্‌তে হবে, পড়তে হবে,
মরতে হবে এ আহবে;
তার পরেতে আকাশপথে উঠ্‌বে মায়ের
জয়-নিশান।

—প্রমথনাথ দত্ত।

ফিরিঙ্গিরা কয়।

পাঁচ শ' বছর এম্‌নি করে' আসছি সয়ে সমুদায় ;
এইটি কি আর সইবে নাকো—দু'ঘা বেশী জুতায় যায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ; দিবি দু'ঘা, দেনা বাবা !
দু'ঘা বেশী, দু'ঘা কমে, এমনি কি আসে যায়।
তবে কি না জুতোয় গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নূতন রকম করলে হ'তো উপকার ;
ধর না যেমন, বেটা বলে' দিলি না হয় কানটা মলে' ;—
জুতার গোঁতা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে গেছে সকল গায়।
প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল ;
সইবে সবাই, সই ত বাবু, আমরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস্ দেখিস্ চাচা, মোদের পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে খোসাটা ফেলে দিস্ রে দুটো দুবেলায়।
তোমরাই রাজা, তোমরাই মুনিব, মোরা চাকর, মোরা পর,
মনে করিস্ চাচা ! এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা, মোরা পাজি, যা বলিস্ তাই আছি রাজি ;—
রাজার নন্দিনী প্যারী, যা বলিস্ তাই শোভা পায়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ঝুলন।

তোরা পাশ ক'রে হ'স মরা।
থাকে না শৌর্য্য বীর্য্য মুখের জোরে জিনিস ধরা।
পড়ে ভাই এ, বি, সি, ডি, সাহেব হবার সাধটি যদি,
তবে কেন ডেম্ ব্রাণ্ডি শুনেও তাদের ছাড়া?
তারা কি ছাড়ে যে তোরে বল্লে এমন ধারা?
তাই বলি শিখিলি ভাল, কেবল তাদের পোষাকপরা।
হ'লি তুই ভারতবাসী, গায়ে তোমার সব বিদেশী,
মনে বুঝি ভাবছ ব'সি মানুষে নেটিভ যারা,
নেটিভদের ঘুম ভেঙেছে কর্জন দিয়ে সাড়া,
তাদের কাছে মুখ পাবিনে দেশী ধুতি চাদর ছাড়া।
নেটিভ কি সেই নেটিভ আছে, তারা তাদের ভুল বুঝেছে,
যে দিন কর্জন উঠাইয়াছে মায়ের উপর খাঁড়া;
ইউনিটি আর পিটনিটি সার করেছে নেটিভেরা,
মুকুন্দ তাই বগল বাজায়, মুখে বলে,—জয় মা তারা।

—মুকুন্দ দাস।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এখন   আর দেরী নয়, ধর্‌গো তোরা
হাতে হাতে ধর্‌গো!
আজ   আপন পথে ফির্‌তে হবে,
সাম্‌নে মিলন-স্বর্গ!
ওরে   ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে,
খুল্‌ল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে তাই—
কোথায় পূজার অর্ঘ্য!
এখন   যার যা কিছু আছে ঘরে,
আন্ আপনার থালা ভ'রে,
আন্ আরতির প্রদীপ জেলে—
আন্‌রে বলির খড়্গ!
আজ   নিতেও হ'বে দিতেও হ'বে,
দেরী কেন করিস্ তবে,
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে—
মরতে হয় ত মর গো!

—রবীন্দ্রনাথ।

বাউল।

ছি ছি, চোখের জলে আর
ভেজাস্ নে রে মাটী।
এবার কঠিন হয়ে থাক্ না ওরে,
বক্ষ-দুয়ার আঁটি—

বোঝে বল ছড়ায় ঘাঁটি।
পথকাঁটাকে পদিয়ে ফেলে,
দিস নে রে তাই পথেই ঢেলে,
মিথ্যা অকাজে!
ওরে নিয়ে তারে চল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি'
পথের কতই বাধা কাটি'।
দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা,
তারা চারি দিকে।
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্‌,
যায় না কি বুক ফাটি'
লাজে যায় না কি বুক ফাটি'!
দিনের বেলায় জগৎ মাঝে,
সবাই যখন চল্‌ছে কাজে
আপন গরবে,—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি
কেবল করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পাহাড়ী—কাওয়ালি ঠেকা।

মা গো মা! তুমি আমার সোনার বঙ্গভূমি!
আকাশ বেয়ে স্বর্গ তোমার মর্ত্ত আছে চুমি'।
শত ধারায় তপ্ত ঝরে,
ধারায় অধর সিক্ত করে,
ফলে ফুলে গিরি তরু পায়ে আছে চুমি।
কাঙ্গাল ধনী রাখাল চাষী
যেখানে যে আছে,
সবাই এসে দাঁড়িয়েছে আজ
তোমার পায়ের কাছে;
হে পবিত্রা যোগেন্দ্রাণী,
যোগসিদ্ধি দাও মা আনি,
অখণ্ড এ মন্দিরেতে বসো মাগো তুমি।

—প্রমথনাথ দত্ত।

আমরা গাব সদা বন্দে মাতরম্।
আমরা মরলে পরে অমর হ'ব, পাব স্বর্গ অনুপম।
ছিনু ঘুমঘোরে, সুখশয়নে, কে যেন ও সুধা ঢালিল কাণে,
অমনি মরমে পশিল, জাগায়ে তুলিল, ঘুচাইল চির-ভ্রম।
যে মধুর নাম পেয়েছি সবে, গাব যত দিন রহিব ভবে,

[illegible]।

তোমাদের আর বেআইনি হুকুম নাহি মানি,
চোখ রাঙানি ভাই কম্।
ভেবেছ কি লাঠির ঘায় "মা" বলা মোদের ভুলাবি হায়?
তোদের বৃথা এ বাসনা, তা কভু হ'বে না, যতক্ষণ মোদের থাকে দম।

—অজ্ঞাত।

বল ভাই 'বন্দে মাতরম্'!
মোরা চার কোটী ভাই, চার কোটী বোন,
আমরা কি কেউ কম্?

দেশ জুড়ে যে ঢেউ উঠেছে,
দেখে সবার তাক্ লেগেছে,
ছেলে বুড়ো সব মেতেছে,
বুঝছ ব্যাপার কি রকম্?

বাংলা দেশের বাংলা মাটী,
এখন মোদের লাগ্‌ছে খাঁটী,
বাংলা ধুতি পরিপাটী,
বিলাতী চাল দাও খতম্।

বুটের ঠোকর আর কেন খাও?
চাকুরীতে ভাই ইস্তাফা দাও,
দিন পেয়েছ, ঠিক বুঝেছ,
যে যার কাজে রাখ কম্!

সময় পেলে জুড়িয়ে না যায়,
সাহেবগুলো হাসতে না পায়,
এমনি চালে যেন চলে
স্বদেশী ঢেউ রম্‌রমারম্।

—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মেবার পাহাড়!

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর—
বিরাট দুঃখে দৈন্তে, তাহার
শৃঙ্গের সব অটল, স্থির!
জ্বলিল সেখানে যেই দাবাগ্নি
সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে ঘোর আহবে
যবন-সৈন্ত, ক্ষত্র বীর।
মেবার পাহাড়; উড়িছে যাহার
রক্ত-পতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ-দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর!

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
রঞ্জিত করি' কাপার-তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্তবীর!
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে
ম্লেচ্ছ রাজার গজনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার
বিজয়গর্ব্বে বাপ্পা বীর!
মেবার পাহাড় ইত্যাদি।

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর!
সবার—সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য, যাহার নীর!
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুরভি, স্নিগ্ধ পবন ধীর!
(মেবার পাহার ইত্যাদি)

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
শুভ্র যাহার তুঙ্গ শির!
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন-তীর।

মাধুরী বঙ্গকুসুমে জাগিয়া
ঘুমায় অঙ্কে রমণী-শ্রীর ;
শৌর্য্যে, স্নেহে ও শুভ্র চরিতে
কে সম মেবার সুন্দরীর !
(মেবার পাহাড় ইত্যাদি।)

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

অগ্নি-মন্ত্র।

[আর্য্যেরা প্রাচীনকালে অনার্য্যদিগকে কি প্রকার তাড়না করিতেন, তাহাতে মন্ত্রে আছে। কিন্তু গঞ্জশবরাদি জাতির মধ্যে এখনও যে প্রকার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ, তাহাতে তাড়না অস্বীকার করা যায় না। অনার্য্যদিগের শরীরে কিছু কিছু আর্য্য-চিহ্ন দেখিয়া কল্‌ব্রাইথ সাহেব আর্য্যকৃত অনেক পাপ অনুমান করেন। নিষপুরম ও বুভিকুণ্ট (বেলেরি) প্রভৃতি স্থানের বিশাল ভস্মস্তূপ হইতে অনার্য্য-ত্রাণ অনুমিত হয়। (J. R. A. S. 1899)। অনার্য্যেরা ভস্মে বিষ বিকীর্ণ করিয়া আর্য্য সমাজ জর্জ্জরিত করিতেছে ; এইরূপ কল্পনায় কবিতাটি লিখিত।]

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না ?
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়
দলিতেছে অরি চরণতলায় ;
পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না ?
দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible] ঃ

লও গো মৃত্যু জিনিতে শত্রু,
যে করে তোমারে ঘৃণা ;
তবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

ভীষণকান্তি আসিছে মরণ
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ;
রুক্ষ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধারিবি কি না ?
নাশিয়া অরির ঘৃণিত শরীর
মরিবি কি না ?
পাশব আচার নিষ্ঠুরতার
নিশ্চয় আছে সীমা।
কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্,
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণে আদেশ দিয়েছে স্বদেশ,
পারিবি কি না ?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না ?
জাগে অপমান বিনা সম্মান ;
ঘুচে কি মরণ বিনা ?
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নমস্কার।

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি! তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি নর-দেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সঙ্কটযাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান—আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়,
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মত ? জয়, তব জয় !
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ! কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল !
মোছ্ রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল।

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর
কপট বেষ্টন ;—সে নপুংস কোনো দিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,—

যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সত্যমাঝে; দুর্গতির করে অহঙ্কার;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্তপ্রায়;
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে।

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস! তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি,—বজ্রগর্জ্জরব
ভেরিমন্ত্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গমাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে ;
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে—"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সব ভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার !
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির !"

৭ই ভাদ্র, ১৩১৪ সাল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA